দৈনিক ইনকিলাব

173

তারিখ 16 JUN 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

সরকারী কলেজে বাংলা ভাষা শিক্ষা

মাতৃভাষা বাংলা বাংলাদেশের জাতীয় ভাষা, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালু করার জন্য আইন পাস হয়েছে। বাংলাভাষা ব্যবহারে কোন বাংলাদেশী ইচ্ছাকৃত অবহেলা করলে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলা ভাষার জন্য এ অত্যন্ত আশার কথা, ভরসার কথা— একটি যুগান্তকারী ঘটনা। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রতি চরম অবহেলা প্রদান করা হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে অন্যান্য বিষয়ের প্রতি নয়টি শ্রেণীর চল্লিশটি ক্লাসের জন্য যে সংখ্যক শিক্ষক, বাংলা বিষয়ের সতেরোটি শ্রেণীর ছাপ্পান্নটি ক্লাসের জন্য সমসংখ্যক শিক্ষক নির্ধারণ করা হয়েছে। (এনাম কমিশন রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)। ফলে, সরকারী কলেজে অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকরা যেখানে ৭/৮ বছরে প্রাথমিক পদোন্নতি পেয়েছেন, বাংলা ভাষার শিক্ষকরা সেখানে ১৩/১৪ বছরেও প্রাথমিক পদোন্নতি পাননি। তদুপরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শাখা-২/৬৮৪ শিক্ষা, তারিখ ২৭-৫-১৯৭৫ নীতিমালাকে উপেক্ষা করে, ১৯৮৩ সালের প্রকাশিত ক্যাডার তালিকার (শিক্ষা) চার হাজারের উর্ধ্বে ক্রমিকধারীরাও সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়েছেন, কিন্তু বাংলা ভাষার শিক্ষকরা আঠারোশ'র কাছাকাছি ক্রমিকধারী হয়েও পদোন্নতি পাননি। (উক্ত স্মারকে বলা হয়েছে, চাকরির প্রবীণতার ভিত্তিতেই সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি হবে এবং তা বিষয় ভিত্তিতে নয়)।

এতে করে (১) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যয়নে মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে (ইতিমধ্যে বাংলা ভাষায় উচ্চ শিক্ষার আগ্রহ কমে গেছে, কলেজগুলোতে সম্মান ও মাস্টার ডিগ্রী শ্রেণীতে ভর্তির সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে)। (২) বাংলা ভাষার শিক্ষকদের ওয়ার্কলোড বাড়িয়ে তাঁদের দক্ষতা ক্ষয় করা হচ্ছে এবং তাদের গবেষণামূলক ও সৃজনশীল কাজে আত্মনিয়োগের সময়কে হরণ করা হচ্ছে। (৩) যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও পদ কমিয়ে বাংলা ভাষার শিক্ষকদের পদমর্যাদা ও আর্থিক সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। ফলে, (ক) শিক্ষাঙ্গনে বাংলা ভাষার শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেয়েছে, (খ) পেশাগত বিশ্বস্ততা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, (গ) পাঠদানে উৎসাহ কমে আসছে এবং (ঘ) ক্রমান্বয়ে শিক্ষকরা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। ইতিমধ্যেই যার প্রতিক্রিয়া শিক্ষাঙ্গনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। (বেশীসংখ্যক শিক্ষার্থী এখন বাংলা ভাষা পত্রে ফেল করছে)।

সরকারী ঘোষণায় শিক্ষার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, শিক্ষকদের মানোন্নয়ন করা হয়েছে। কিন্তু জাতীয় ভাষার শিক্ষকদেরকে অবহেলা করে শিক্ষকের মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা যায় না।

সরকারী কলেজসমূহে আত্মীকৃত শিক্ষকদের মোট চাকরিকালের পঞ্চাশ ভাগ ইফেকটিভ সার্ভিস ধরে সাত বছরে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে, কিন্তু পাবলিক সার্ভিস কমিশনে পরীক্ষা দিয়ে সরাসরি কলেজে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ১৩/১৪ বছরেও পদোন্নতি হয়নি। কর্তৃপক্ষের এই অবহেলা শিক্ষা উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা বলেই বিবেচিত হচ্ছে। কথা ও কাজে স্ববিরোধিতা দিনে দিনে শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গনকে অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এর প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে এগিয়ে না এলে এই অবস্থার উন্নয়ন না হয়ে বরং দিন দিন তা অবনতির দিকেই যাবে।

—মোহম্মদ আবদুল হক